R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২০শে জুলাই, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

পাটনায় গঙ্গার জল বাড়ছে, আবার বন্যার আশঙ্কা
মহকুমায় ত্রাণমন্ত্রীর বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন

বিশেষ প্রতিনিধি, ২০ জুলাই—আজ জঙ্গিপুরে পাওয়া সরকারী সূত্রের শেষ খবর, পাটনায় গঙ্গার জল হুহু করে বাড়ছে। এবং এই বৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকে, তবে গতবারের মত এবারও ফরাক্কা, সুতী এবং রঘুনাথগঞ্জ ডু'নম্বর ব্লকে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে বলে জঙ্গিপুর প্রশাসন মনে করছেন। অতএব এখন থেকেই সাবধান থাকতে হচ্ছে।

এদিকে ভাগীরথীর জল বিপদসীমার নীচে নেমে যাওয়ায় মহকুমার উপকূলভূমিতে বন্যার ভয় আপাততঃ কেটে গিয়েছে। তবে ভাগীরথীর জলস্ফীতির ফলে গত সপ্তাহে তীরবর্তী নাচু এলাকার বাসিন্দাদের উঁচু জায়গায় স্থানান্তরের যে হুঁশিয়ারী মহকুমা প্রশাসন থেকে দেওয়া হয়েছিল তা এখনও বলবৎ আছে। এই হুঁশিয়ারী অনুযায়ী বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুতী থানা এলাকার আহিরণে ১৫০ পরিবারকে সরকারী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। বন্যার জল নেমে যাওয়ার ফলে এখন সকলে ফিরে গিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসনের অনুরোধে ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ ফিডার ক্যানেলে এক ফুট জল কমিয়েছেন। রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল আহিরণসহ মহকুমার বন্যা দুর্গত এলাকা, গুজিরপুরের বিপন্ন বাঁধ এবং ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। ১৮ জুলাই মহকুমার ভাঙন এবং বন্যাপীড়িত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন বিধানসভার এস ইউ সি সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার এবং দলের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মৃত্যু ঘটানোর দায়ে ডাক্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ জুলাই—কর্তব্যকর্মে গাফিলতির ফলে মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের এস ডি এম ও ডাঃ ধনঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে গতকাল রঘুনাথগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। খবরে জানা গেছে, ১৫ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা পল্লীর টুকু হালদার নামে প্রভাসচন্দ্র হালদারের বার বছর বয়সের ছেলেকে মুমূর্ষু অবস্থায় ডাঃ সাহার চিকিৎসাধীনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৫ জুলাই হতে ১৮ জুলাই পর্য্যন্ত টুকুর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না দেখে স্থানীয় কয়েকজন সি পি এম কর্মী ডাঃ সাহার সঙ্গে টুকুর চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করলে ডাঃ সাহা নাকি উত্তেজিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেন এবং তাঁদেরকে চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে বলেন। ১৮ জুলাই তার অবস্থার অবনতি ঘটলে ডাঃ সাহা টুকুর মাকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিওনের হেফাজত থেকে চিঠি-পত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ জুলাই—সাগরদীঘি থানার অধীন রমনা-সেখদীঘি শাখা ডাকঘরের পিওন মহঃ নাজেম আলি চিঠি-পত্র বিলি করেন না এবং সেই সমস্ত বিলি না করা চিঠি-পত্র জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করেন—জঙ্গিপুর মহকুমা ডাকঘর সমূহের পরিদর্শক অম্বুজাক্ষ মুখার্জি কিছুদিন থেকে এ ধরনের অভিযোগ পেয়ে গতকাল সেখদীঘিতে সংশ্লিষ্ট পিওনের চা-এর দোকানে হানা দিয়ে তল্লাসি চালিয়ে ঘরের ভেতর থেকে পোষ্টকারড, এনভেলাপ এবং ইনল্যাণ্ড লেটার মিলিয়ে ২২টি চিঠি উদ্ধার করেন। ২২টির মধ্যে ২টি চিঠি বেয়ারিং ছিল বলে পরিদর্শক অম্বুজাক্ষবাবু জানান। তিনি আরো জানান, চিঠিগুলি ৩১ মে থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখের। এগুলি ডাকঘর থেকে যথারীতি দেওয়া হয়েছিল পিওনকে, কিন্তু অভিযুক্ত পিওন সেগুলি বিলি করেননি। এক প্রশ্নের উত্তরে অম্বুজাক্ষবাবু জানান, উদ্ধারকৃত চিঠিগুলি আজ সাগরদীঘি লাইনের ওভারশেয়ার মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর মাধ্যমে বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে চুলচেরা তদন্ত করা হবে।

বাজার অনুমোদন

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে পুরসভার ৪ বিঘে জমির ওপর প্রস্তাবিত বাজার নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, কাজ শুরু করার জন্য টেনডার ডাকা হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, জঙ্গিপুরে প্রস্তাবিত বাজারটি এখনও রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি। ওই বাজার তৈরী করতে খরচ পড়বে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ টাকা। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে বাজারটি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হলে নগরবাসীরা বর্তমান বাজারের নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন।

অবহেলিত রাস্তা

ধুলিয়ান, ১৯ জুলাই—ধুলিয়ান শহরে সিনেমা হল যাওয়ার রাস্তা ও কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের রাস্তা বহুদিন থেকে অবহেলিত। বর্ষার সময় এ রাস্তার দুরবস্থার কথা বলাই বাহুল্য। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে কাদা হয়। যার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও পথচারীদের পথচলা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অবহেলিত রাস্তার সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ধুলিয়ান পুরসভার ৫নং ওয়ারডের অন্তর্ভুক্ত এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ধুলিয়ান পুরসভার পুরপতি সুধীরকুমার সাহা এই ওয়ারড থেকেই নির্বাচিত হন। অনতিবিলম্বে ধুলিয়ানের আপামর জনসাধারণ রাস্তা ও ড্রেন-গুলির সংস্কারের জন্য পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

রাস্তা বৈঠক ব্যর্থ

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—গত পরশু সাগরদীঘি বাজারের রাস্তা সংস্কার নিয়ে বিডিও-র সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ী-দের আলোচনা বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। আজ বিডিও ভুজঙ্গভূষণ সাহা এ খবর জানিয়ে বলেছেন বাজারের রাস্তা সংস্কারের জন্য দশ হাজার টাকা মত খরচ হতে পারে। এই দশ হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কনট্রিবিউশন তিনি চেয়েছিলেন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। কিন্তু

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া-৮৭, লেনিন সরনী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্তরালে

জিনিস-পত্রের দাম আবার বাড়িতেছে। জনচিত্ত শঙ্কাকুল। চাল, ডাল, তেল, কাপড় ইত্যাদির সংস্থান করিতে এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত মানুষ হিমসিম খাইতেছেন। আরও ভাবিবার কথা যে, আগামী পূজা মরশুমে ইতিহাস-অনাস্বাদিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কোন যুগস্তকারী ঘটনা ঘটিবে কি না।

দর বৃদ্ধির নায়ক কাহারা? কাহাদের জন্য দিনের পর দিন মানুষের এক অবর্ণনীয় অপরিসীম দুর্গতি? ইহারা জাতিতে মানুষ, প্রকৃতিতে দানব এবং প্রবৃত্তিতে পশু। অসাধারণ বাক্‌পটু এবং অভাবিত রকমের সর্বংসহ ইহারা বহু অজুহাত দেখাইয়া মায়াবী রাক্ষসের মতই শাসককুলের চিত্ত আর্দ্র করে আর পরক্ষণেই তাহারা রক্তলোলুপ পশুর ন্যায় সমাজরক্ত শোষণ করে, জাতীয় দুর্গতি বাড়াইয়া তোলে এবং দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করে।

ইহারাই ব্যবসায়ী শ্রেণী। ছোট বা বড়, যে যেমন শক্তিমান্, সে সেইরূপভাবে হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। ইহাদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে আন্তরিক বিশ্বাস বা প্রেম নাই, নাই কোন সৎ লক্ষ্য। শাসকদলের আনুকূল্য পাইতে ইহারা নানাবিধ অপকর্ম করিতে দ্বিধা করে না। ইহাদের কৃত 'ভদ্রলোকের চুক্তি', 'বিশ্বাসের বৈঠক' প্রভৃতি নানা বিভ্রান্তিকর পন্থায় মানুষের দুর্গতি বাড়িয়াছে আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মুনাফার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। কোন্ এক স্মরণাতীতকালে ইহাদের নাকি ল্যাম্পপোষ্টে লটকাইবার সরকারী হুমকী দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা আপনার গুণে (?) বহাল তবিয়তে রহিয়াছে। যে মাভৈঃ বাণী একদা মানুষ শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল, পরে তাহারা দেখিল—তমিস্রার অবসান হইল না, আলোক নামিল না।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের সহিত এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের আছে নাড়ীর যোগ। সরকারের বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির আপন আপন রাজনৈতিক মতাদর্শে তাহাই বুঝা যায়। সুতরাং এই সব রাজনৈতিক দলের সহিত তথাকথিত পুঁজিবাদীদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বিগত বিধানসভার নির্বাচনে নির্ভয়ে নিজেদের প্রিয় সরকার গড়িয়াছেন। তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাস আছে যে, জনদরদী বামপন্থী দলগঠিত সরকার তাঁহাদের খাওয়া-পরার দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করিবেন।

বামফ্রন্ট সরকার যে সময় দেশের শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের শক্ত ভিত্ত গড়িবার জন্য ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিতেছেন, সেই অবকাশে অর্থগৃধ্নু মায়াবী ব্যবসায়ীকুল মওকা ভাবিয়া দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া একটি সুপারকল্পিত চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। এই সরকার তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না, কোনও দিন হইবার নয়। সুতরাং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীকুল যে স্বর্গরাজ্যে ছিল, তাহারই জন্য তাহারা সচেষ্ট ও তৎপর হইবেই। অতএব বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রাজ্য সরকারের প্রতি জনশ্রদ্ধা বিনষ্ট করিবার এক হীন অপপ্রয়াস। তাই বামফ্রন্ট সরকারকে এই পিশাচ শ্রেণী সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে এবং কোন অবস্থাতেই ইহাদের প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের কঠোর মনোভাব থাকা দরকার। রাজ্য মন্ত্রীসভায় আছেন 'সাউন্ড' রাজনীতিবিদ্, তেমন আছেন ঝানু অর্থনীতিবিদ্ও। তাঁহারা অবশ্যই নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা উপলব্ধি করিবেন আর বুঝিবেন ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। মোট কথা, মুনাফা লুটেরাদের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজ্যের নিম্নবিত্ত মানুষেরা বর্তমান সরকারের সক্রিয় ভূমিকা প্রার্থনা করিতেছে।

জেলা যুব জনতা

বহরমপুর, ১৪ জুলাই—গত ৬ জুলাই বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় রাজ্য যুব জনতা ও জেলা জনতা পারটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ২৫ জন সদস্যের 'মুর্শিদাবাদ জেলা যুব জনতা' কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও এম এ কুদ্দুস।—প্রাপ্ত

আসর-সন্দেশ

এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সমাধি রচিত হলো কি না—সে বিতর্কে না গিয়েও একথা সহজেই বলা যায় যে নবাবী আমলের বিশেষ ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমা কিন্তু মারাত্মক 'হ্যাট্ ট্রিক' ক'রে এবার একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ক'রে ফেলল। ব্যাপারটা এই যে, অরঙ্গাবাদ, সুতি ও জঙ্গিপুর এই তিনটি কেন্দ্রেই অন্যান্য দলকে ধরাশায়ী ক'রে কংগ্রেসই জিতেছে এবং উল্টা-পুরাণের দেশে সে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সেদিন সুতি ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের জয়-পরাজয় সম্পর্কে একটা ঘরোয়া আসরে কথাবার্তা হচ্ছিল। ভোট-ভাট শেষ হ'য়ে গেলেও ফুসফাস, গুপগাপ ও নির্বাচন ফলঘটিত বদহজমের ভুটভাট তো শেষ হয়নি এখনও। আসরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাধব চক্রবর্তী ও জটিল শিকদার মশায়ই বিশেষ করে সকলের দৃষ্টি (মনটাও) আকর্ষণ করেছিলেন—তাঁদের উতোর চাপানের বৈশিষ্ট্যে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে সন্দেশ প্রিয় গণদেবতার উদ্দেশ্য নৈবেদ্যরূপে সাজিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা কথা; জটিলবাবু কড়া-মেজাজের সাফভাষী এক বাঙালী সন্তান—আর যাকে বলে বাঙ্গালও। তাই হয়তো তাঁর কথাগুলো ঠিক তুলে ধরতে পারলাম না, অতএব ত্রুটি মার্জনীয়।

প্রশ্ন: দেখুন, সারা রাজ্যে যখন কংগ্রেসের বিপর্যয় তখন জঙ্গিপুর মহকুমার তিনটি কেন্দ্রেই সে জয়ী হ'য়েছে—এই তো? তা যোগ্য প্রার্থীকে লোকে তো চাইবেই, কী ঠিক বলিনি?

উত্তর: হঃ, যথার্থই কইছোন। সারা দ্যাশে কংগ্রেস সভাপতি থেইক্যা ডজনখানেক মন্ত্রী আর যুব সূর্যরা যখন চিৎপটান, তখন অ্যাদের যোগ্য কইতেই হয়—যোগ্যতমও কওন যায়। সত্যি কথা, অ্যাদের সকলে দ্যাশঘরের জন্য যা কইর‍্যাছেন—তা কি ভুলন যায়? সমাজসেবা, রাস্তাঘাট, চাকরী-বাকরী, ইস্কুল-হাসপাতাল—

প্রশ্ন: তা' ছাড়াও কংগ্রেসের মহান্ আদর্শ ও নীতির ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই দলের সাফল্যের একটা বড়ো কারণ। আপনি কী বলেন?

উত্তর: ঠিক ধরস্যেন, এইবার আসল জায়গায় আইস্যেন। কংগ্রেসের সেই 'একজাতি একপ্রাণ ও একতা'-র 'লাগ্ ভেল্‌কি' মশয়। ঐ আদর্শেই এক পক্ষের বাজীমাৎ ও অন্য পক্ষের কুপোকাৎ! কী কথাডা মগজে ঢুকবার পাইরল্যো? বোঝ্‌লেন কিছু?

প্রশ্ন: সুতিতে জনতা, আর এস পি প্রভৃতি দলের বিপর্যয় সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর: জনতা? জনতার হাওয়া আমাগরে এ তল্লাটে ঢুকে নাই। ঢুকবে ক্যামনে? ঐ যে, একপ্রাণ আর একতা—তার ঝাপটায় (হাওয়া নয়) জনতার 'য ও যাঁতা' দুইই চইল্যা গেল। আর একডা কথা মশয়, কৈলাসপতি হইলেও সুতি-পতি হওন যায় না। আর একজনের কথা বইলস্যেন? আরে, বুদ্ধির খেলায় সে তো এখনও 'শিশু'ই দেইখত্যাসি। নইলে কি এমনডা হয়? 'সাজান বাগানডা'রে একেবারে নিজের হাতেই শ্যাষ কইরলো? যাইকগ্যা, সোরাব রুস্তমের যুদ্ধের ফলডা দ্যাখলেন তো? আমার কথা মিলত্যাসে?

প্রশ্ন: আচ্ছা 'অরঙ্গাবাদ' সম্বন্ধে আপনি কি ভেবেছেন?

উত্তর: বুড়ো হাড়ের ভেলকি মশয়, এক খেলাতেই সব খেল্ খতম। কারও বুকের উপর 'মই' চইল্লো, কেউ মরে 'মামদো' হইল্যো, কারও 'ঐরাবত' বানে ভাইস্যা গেল, কারও 'সাইকেলে'র চাক্কা মাঝ পথেই পড়লো খুইল্যা। আর 'মার্চ' এর দাপাদাপি আর 'মাকশা'র লাফালাফি দেইখ্যা আমাদের তো ভিরমি লাগার যোগাড় মশয়! কিন্তু পরডাত্তে কী দ্যাখলেন? হাত অ্যালাইয়া পা ছড়াইয়া কেমন সুন্দর কইর‍্যা জালে আটকা পইড়ল। শুধু যুদ্ধডা হইল ছি পি এম-এর লইগ্যা—কিন্তু পারান গেল কি? ক্যামন জাগা? সারা দ্যাশের দিগ্বিজয়ী বাহিনীও এইখানডাতে হাইর‍্যা ভূত হইল। এবার কংগ্রেসের আদর্শ আর 'গুণীনের মন্তরের গুণডা' দ্যাখলেন তো? কী ব্যাপারডা ঠাহর হইত্যাসে?

—কথোপকথনের শেষ এখানেই। ভাবছি, জটিলবাবুর সব কথা সবাই বুঝবে তো? ....আমি কিন্তু পারিনি। —জনৈক সংকলক

স্বল্প সঞ্চয় সভা

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—সম্প্রতি এই ব্লকের দোহাল ও বালিয়া গ্রামে স্বল্প সঞ্চয়ের দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাশেষে 'তিলোত্তমা' নাটকটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়।

ধর্ম্মঘট পুনশ্চ

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—কৃষি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রদানের দাবিতে আন্দোলনের জোয়ার এই ব্লকের তেলাঙ্গল ছাড়িয়ে রতনপুরে এসে পড়েছে। জানা গেছে, রতনপুর গ্রামের সমস্ত কৃষি শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি এবং স্থানীয় শ্রমিকদের অগ্রাধিকারের দাবিতে ১৪ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন। ফলে গ্রামের মাঠে লাঙ্গল বন্ধ রয়েছে। এম এল এ হাজারী বিশ্বাস গতকাল গ্রামটি পরিদর্শন করেছেন। ওদিকে একই দাবিতে তেলাঙ্গল গ্রামে যে ধর্মঘট চলছিল তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

খাস জমি থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে সাগরদীঘি জে এল আর ও অফিস থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া ৭৩ শতক খাস জমি থেকে দু'জন আদিবাসী সাঁওতালকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। এই অপচেষ্টার খবর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস পর্যন্ত পৌঁচেছে। গতবারের মত এবারও আদিবাসী সাঁওতালরা তাদের খাস জমিতে ধান বুনেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট চক্রান্তকারী সেই ধান গরু দিয়ে খাইয়ে বলপূর্বক জমি দখল করবে বলে নাকি আদিবাসী সাঁওতালদের ভয় দেখাচ্ছে। ফলে তারা ভীত হয়ে পড়েছে।

আবার বাঙালাদেশী গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ, ১৯ জুলাই—জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গত বৃহস্পতিবার জিল্লুর রহমান নামে বাঙলাদেশের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার পাঙ্খা গ্রামের একজন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে সূতী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বিনা পাসপোরটে ভারতে অনুপ্রবেশই তাকে গ্রেপ্তারের কারণ বলে জানা গেছে।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জুলাই -গত বুধবার সকালে মঙ্গলজন পেট্রোল পাম্পের কাছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মঙ্গলজনের এজাবুল সেখ (১২) নামে এক কিশোরের মৃত্যু ঘটেছে। খবরে প্রকাশ, একটি বৈদ্যুতিক তার খুঁটি থেকে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। এজাবুল ও তার সঙ্গী সাইফুদ্দিন সেখ (১০) ওই পথ দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় তারটি পড়ে থাকতে দেখে। এজাবুল তারটিকে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়; সাইফুদ্দিন তাকে ধরতে গিয়ে শক্ খায়। এখন সে হাসপাতালে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব-কলেবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জুলাই—স্থানীয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিগ্রহাদির নব-কলেবর ধারণে গত রবিবার ৺দেবের সংস্কার-অভিষেক-পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। ইহাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়। বর্তমান সেবাইত শ্রীগোবর্দ্ধনধারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ৺প্রভুর সেবা-পূজায় কোন ত্রুটি ছিল না। মির্জাপুরের শিল্পী শ্রীবন্হেশ্বর দাস শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সু ভ দ্রা-শ চী মা তা-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ প্রভু বিগ্রহগুলির অঙ্গরাগ করেন। বন্হেশ্বরবাবুর শিল্পকর্ম সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

রাস্তা বৈঠক ব্যর্থ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজী হননি। ১৯৭২-৭৩ সালে ক্র্যাশ স্কীমে রাস্তাটি তৈরী হবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় দেখভালের অভাবে এই বর্ষায় এটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ সৃষ্টি হয়ে পথচারী এবং যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কয়েক জায়গায় খানাখন্দ সৃষ্টির জন্য 'পাবলিক ন্যুইসেনস্' দায়ী বলে বিডিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, রাস্তা এবং ড্রেন সংস্কারের দায়িত্ব জেলা পরিষদের, কিন্তু তাঁরা তা করেন না বলে বর্ষায় এগুলির এ হেন দুরবস্থা হয়। বিডিও চান দশ হাজার টাকা খরচ করে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দশ বছরের জন্য নিশ্চিন্তে চলাচলের যোগ্য করে তুলতে।

জনতা সপ্তাহে ৪ দিন

বাণীপুর: বর্ত্তমানে হাওড়া-বঙ্গাইগাঁও জনতা এক্সপ্রেস সপ্তাহে ৪ দিন চলছে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে আপ ট্রেণটি সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার আসে বিকেল ৫টা ৯ মিনিটে ও ছাড়ে ৫টা ১৪ মিঃ। ডাউন ট্রেণটি রবিবার, সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার আসে সকাল ৮টা ৫৮মিঃ ও ছাড়ে ৯টা ৩ মিঃ। ট্রেণটি ইতিপূর্বে সপ্তাহে দু'দিন চলাচল করতো।

বিজ্ঞপ্তি

একজন করণিক কমপক্ষে এস, এফ/এইচ, এস পাস এবং অস্থায়ী অতিরিক্ত সহকারী শিক্ষক পদের জন্য শর্ত্তসাপেক্ষে একজন বি-এস-সি (টেণ্ড বাঞ্ছনীয়) আবশ্যক। ৭ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করুন।

আবেদনকারিগণকে ৩০-৭-৭৭ তাং বেলা ২ ঘটিকায় স্কুল অফিসে প্রয়োজনায় সার্টিফিকেটস্‌সহ সাক্ষাৎকারের জন্য অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে।

সম্পাদক
গিরিয়া জুঃ হাই স্কুল
পোঃ গিরিয়া, (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন বি-এ শিক্ষক চাই। বি-টি অগ্রগণ্য। অ্যাড্‌মিনিসট্রেটর, সাদিকপুর বি, কে, জুনিয়র হাই স্কুল, পোঃ নুরপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় প্রকাশের সাত দিনের মধ্যেই দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিপ্লবী যুব সংস্থা

ধুলিয়ান, ১৮ জুলাই—গতকাল এখানে বিপ্লবী যুব সংস্থার সামসেরগঞ্জ থানায় নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে ৯ জন সদস্য নেওয়া হয়েছে, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিষ্ণুচরণ সেনগুপ্ত। কমিটি আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। খবরে আরো জানানো হয়েছে যে, বিপ্লবী যুব সংস্থার সভাতে ওই দিনই ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট সংযুক্ত কিষাণ সভার আঞ্চলিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সম্পাদক হয়েছেন যাদবচন্দ্র রায়।

কানুনগো সমিতির সভা

জঙ্গিপুর মহকুমা কানুনগো সমিতির জুলাই মাসের অধিবেশন সাগরদীঘি থানার বোখারা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার প্রতিটি সদস্য বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত ব্যাজ ধারণ করে দাবি সপ্তাহ পালন করায় সন্তোষ প্রকাশ এবং ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের কার্য্যাবলী নবরূপে রূপায়ণের সংবাদে বিশেষ আশা প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৬/৭৭ স্বত্ব

বাদী—সুকুমার রায়
বনাম
বিবাদী—মাঠখাগড়া গ্রামবাসিগণ পক্ষে ও স্বয়ং সাধনকুমার মণ্ডল দিং

এতদ্দারা সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মাঠখাগড়া গ্রাম নিবাসী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল লিখিত জমি খরিদা স্বত্ব দাবী করিয়া উপরোক্ত বাদী অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত জমিতে মাঠখাগড়া অধিবাসিবৃন্দের কাহারও কিছু করার থাকিলে ধার্য্য দিন ১৭।৮।৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা জনসাধারণের বিরুদ্ধে একতরফা মতে ডিক্রী হইয়া যাইবে।

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সাগরদীঘি মৌজা মাঠখাগড়া মধ্যে ৭৭৭নং খতিয়ান ১৭৫২ দাগ ২২ শঃ

By Order of the Court,
Sd/- K. K. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

আবার বন্যার আশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা সম্পাদক প্রাণগৌর বসাক। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, বন্যার ফলে আজ পর্যন্ত মহকুমায় ১.৪৮,৫০০ টাকা মূল্যের ২৫৭টি বাড়ি, ৩৯,২৬,৭৩০ টাকা মূল্যের ১৬,০৩০ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রাণ বাবদ এ পর্যন্ত ৪৬০ কুঃ গম, ৩৬ কুঃ শুকনো খাবার এবং ৬ ব্যাগ দুধ দেওয়া হয়েছে।

বাঁধ বিপন্ন ঃ কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে জলস্ফীতি ঘটায় গত শনিবার রাত্রে খড়খড়ির উৎস গুজিরপুরের বাঁধ বিপন্ন হয়ে পড়লে ওই দিন রাত থেকে পরদিন পর্যন্ত পুলিশ, প্রশাসন, জনসাধারণ, সেচ বিভাগের এস ডি ও এবং সি পি এম সদস্যদের চেষ্টায় বাঁধটি রক্ষা পায়। গতবারও বন্যার সময় জলের চাপে বাঁধটি বিপন্ন হয়। সি পি এম অভিযোগ করেছেন, এবার তাঁদের স্বেচ্ছাসেবকরা বাঁধ রক্ষার কাজে যে ২৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন, চাপ সৃষ্টির ফলে বিডিও অফিস থেকে তাঁদের কেবলমাত্র দিনের কাজের মজুরি দেওয়া হয়েছে, রাত্রের কাজের মজুরি এখনও দেওয়া হয়নি। অথচ এই শ্রমিকরা রাতভর বাঁধ রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ডেপুটেশন ঃ বন্যা ও অতিবৃষ্টির ফলে কাঞ্চনতলা ও তিনপাকুড়িয়া অঞ্চলসহ সামসেরগঞ্জ, সুতী ও ফরাক্কা থানার বেশীর ভাগ ধান, পাট, ভুট্টা ও হলুদের ক্ষতি হওয়ায় এস ইউ সির কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষেত মজুরদের খয়রাতির সাহায্য, বিনামূল্যে রাসায়নিক সার সরবরাহ, হাউস গ্র্যান্ট, জল নিষ্কাশন প্রভৃতির দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সি পি এম-এর পক্ষ থেকে সাগরদীঘি ব্লকে ভাগীরথী ভাঙন ও বন্যায় অবরুদ্ধ এলাকার লোকেদের ত্রাণের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি সাগরদীঘির বিডিও সমীপে পেশ করা হয়। বিডিও ভুজঙ্গভূষণ সাহা জানান, বন্যার ফলে এই ব্লকের ভুপেন্দ্রনগর, ইসলামপুর, বালানগর, চর ললিতাকুড়ি, কাঞ্চনগর প্রভৃতি এলাকা জলবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। ধনসিংবাগান নতুনপাড়া এবং বিশ্বনাথপুরের ভাগীরথী চর থেকে লোকজনদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাগীরথীতে আর আড়াই ফুট জল বাড়লে জলবেষ্টিত গ্রামগুলিতে জল ঢুকে পড়বে বলেও তিনি জানান। সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বন্যার ফলে এই ব্লকের বালিয়ায় বিনোদনালার উপর সম্প্রতি নির্মিত একটি সেতু ভেঙে গিয়েছে। গাম্ভীরা নদীতে জলস্ফীতির ফলে সাগরদীঘি ব্লকের মোরগ্রাম, ডুমাইপুর, ফুলবাড়ি, বাহালনগর, তেলাঙ্গল, রসবেলুড়িয়া, মোহাল, ডাঙাপাড়া, যোগপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

ভাঙন ঃ সুতী থানার নুরপুরে গঙ্গা ভাঙন এবং সাগরদীঘি থানার দিয়ার বালাগাছি ও দস্তরহাটের নীচে ভাগীরথী ভাঙন অব্যাহত আছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

হাই স্কুলের ভগ্নদশা

সাগরদীঘি, ১৯ জুলাই—সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম হাই স্কুল গৃহ ধসে পড়ছে এবং কখন যে সমূলে ধসে পড়ে বিপদ ঘটাবে তার ঠিক নাই। একথা জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯৭৪ সালে স্কুল গৃহে ফাটল এবং ধস দেখা যায়। ১৯৭৫ সালে লুথারান ওয়ারলড সারভিস স্কুলটি সংস্কার করবেন বলে কথা দেন, খবরটি তখন জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সাল অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সংস্কারের অভাবে স্কুলটির দুর্দশা না ঘোচায় এ হেন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছে। স্কুলটি ভেঙে পড়ে গেলে তপসীল জাতি ও উপজাতিসহ বহু ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণ অন্তে বেকার

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—১৯৭৫ সালে সরকারী উদ্যোগে বিশেষ কর্ম সংস্থান প্রকল্পে জেলা মৎস্য চাষ বিভাগে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৭ জন শিক্ষিত বেকার ১১ মাস মাছ চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। এই নিয়ে তাঁরা আন্দোলন, আবেদন, ঘেরাও প্রভৃতি বহু কিছু করেছেন, কিন্তু পূর্বতন সরকার এঁদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি। ফলে এখনও তাঁরা বেকার।

মৃত্যু ঘটানোর দায়ে ডাক্তার অভিযুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু টুকুর বাবা সেই সময় বাদাম ফেরি করতে যাওয়ায় টুকুর মার পক্ষে টুকুকে নিয়ে বহরমপুর যাওয়া সম্ভব হয় না। রাত্রে টুকু মারা যায়। তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল শহরে উত্তেজনা দেখা দেয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার ও সি পুলিশ নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হওয়ার ফলে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনকালে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আসেন এবং জনতাকে বলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করবেন। ময়না তদন্তের পর টুকুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আজ জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত জানান, টুকুর ময়না তদন্ত রিপোরট তিন সদস্যের মেডিক্যাল বোরডের কাছে পাঠানো হবে, তাঁরাই রিপোরটটি পরীক্ষা করে দেখবেন। পুলিশ হাসপাতাল থেকে টুকুর চিকিৎসার কাগজপত্র আটক করেছে।

এস ডি এম ও ডাঃ সাহা আজ এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, জলাতঙ্ক রোগে টুকুর মৃত্যু ঘটেছে। অথচ ভর্তি করার সময় তাঁকে বলা হয়েছিল যে, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ায় তার যন্ত্রণা হচ্ছে। ১৮ জুলাই জলাতঙ্ক রোগ ধরা পড়ার পর তাকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

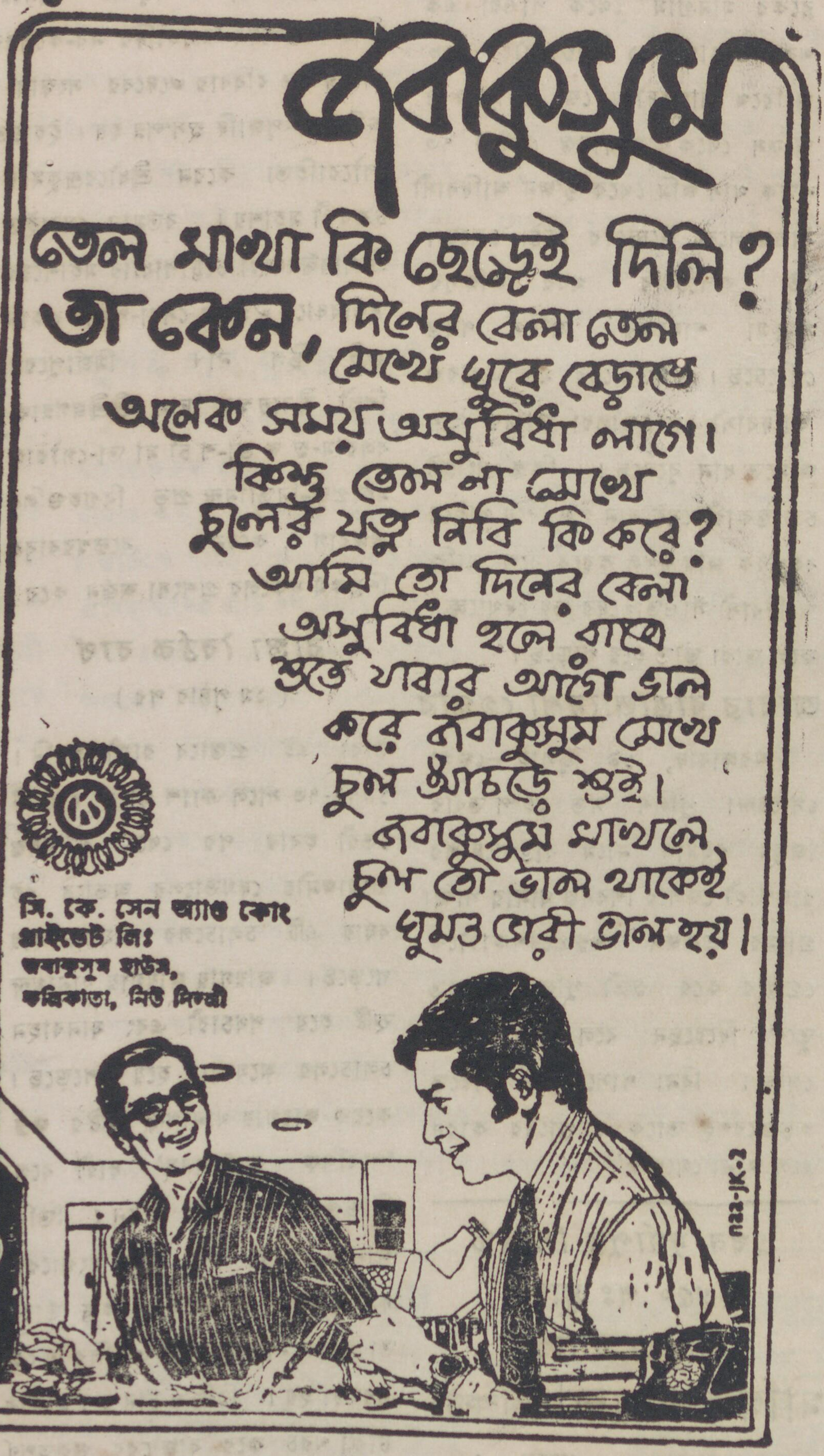

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।